The Country Today

Special training at DU Leather Engineering and Technology Institute to build skilled manpower

DU Correspondent

A special training program is being started at the Leather Engineering and Technology Institute of Dhaka University with the aim of creating qualified and skilled manpower in the leather processing technology sector. This program is being implemented in collaboration with the Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) under the Finance Division of the Ministry of Finance. " Skilled Manpower Development and Industry Competitiveness for the Leather Sector.

A Memorandum of Understanding has already been signed between the Leather Engineering and Technology Institute and SICIP to conduct this important program titled "Leather Engineering and Technology Institute". Through this initiative, it will be possible to create world-class professional manpower in the rapidly growing leather industry of Bangladesh. Which is expected to play a huge positive role in the country's economy.

Various professionals involved in the leather industry, including engineers, managers, supervisors, technicians, and new students interested in building a career in this industry, will be able to participate in the training program. The program includes 4 training courses: Post-Graduate Diploma in Leather Technology , Advanced Certificate Course on Compliance and Sustainability for Leather Sector , Advanced Certificate Course on Automation and AI for Design , and Advanced Certificate Course on Lean Manufacturing and Quality Assurance.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৭ কার্তিক ১৪৩২

DU in Media

23 October 2025

কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে শীর্ষে ঢাকা, সর্বনিম্ন সিলেট বোর্ডের

মানজুর হোছাঈন মাহি ▷

- পাঁচ বছরে ঢাকা বোর্ড থেকে ১৫ হাজার ২৮৯ জন শিক্ষার্থী ঢাবিতে ভর্তি
- সিলেট বোর্ড থেকে পাঁচ বছরে ঢাবিতে ভর্তি মাত্র ৪৬৭ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে। অন্যদিকে সিলেটের শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার সবচেয়ে কম।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় বিগত পাঁচ শিক্ষাবর্ষের ফলাফল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রশাসনিক ভবন থেকে পাওয়া বোর্ডভিত্তিক ভর্তির তথ্য বিশ্লেষণে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, ঢাবিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বোর্ডের শিক্ষার্থীরাই সংখ্যার দিক দিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রেখেছে। এই সময়ের মধ্যে ঢাকা বোর্ড থেকে সর্বোচ্চসংখ্যক শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সিলেট বোর্ডের শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার সর্বনিম্ন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ২০২০ থেকে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বোর্ড থেকে মোট ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ২৯৩ জন শিক্ষার্থী পাস করেছেন। এর মধ্যে ১৫ হাজার ২৮৯ জন ঢাবিতে ভর্তি হয়েছেন। পাসের সংখ্যা অনুপাতে ভর্তির এই হার প্রায় ১.১১৮ শতাংশ, যা অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি।

ভর্তির হারের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যশোর বোর্ড। যাদের পাসের সংখ্যার বিপরীতে ঢাবিতে ভর্তি হার ০.৬৪৮ শতাংশ। এর পর রয়েছে ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বোর্ড। এই বোর্ড দুটির পাসের সংখ্যার বিপরীতে ঢাবিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে যথাক্রমে ০.৬০২ শতাংশ ও ০.৫৮৭ শতাংশ।

এরপর রয়েছেন চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে গত পাঁচ বছরে চার লাখ ১১ হাজার ৪৮৮ জন শিক্ষার্থী পাস করেছেন। এর মধ্যে ঢাবিতে ভর্তি হয়েছেন ০.৪৩৮ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ড থেকে ছয় লাখ ১৬ হাজার ৯৮২ জন পাস করেছেন। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ঢাবিতে ভর্তি হয়েছেন ০.৪০২ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ড থেকে চার লাখ ৫৫ হাজার ৫৭৬ জন পাস করেছেন। এর মধ্যে ঢাবিতে ভর্তি হয়েছেন ০.৩৫৯ শতাংশ। ভর্তির হারের দিক থেকে নিচের দিকে থাকা বোর্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে বরিশাল বোর্ড। এই বোর্ড থেকে দুই লাখ ৯৫ হাজার ৩৩৪ জন পাস করেছেন। ঢাবিতে ভর্তি হয়েছেন ০.২৭৪ শতাংশ শিক্ষার্থী।

ঢাবিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে রয়েছেন সিলেট বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। সিলেট

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বোর্ড থেকে পাঁচ বছরে মোট তিন লাখ ২৩ হাজার ২৭৭ জন পাস করলেও মাত্র ৪৬৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন, যা পাসের হারের মাত্র ০.১৪৪ শতাংশ।

নিচের দিক থেকে সিলেটের পরই মাদরাসা বোর্ডের অবস্থান। গত পাঁচ বছরে মাদরাসা বোর্ডের চার লাখ ৪০ হাজার ৪৭৫ জন পাশের বিপরীতে মাত্র এক হাজার ১৯ জন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। পাসের হারের অনুপাতে এই বোর্ডের ঢাবিতে ভর্তির হার ছিল মাত্র ০.২৩১ শতাংশ।

ঢাবিতে ভর্তিতে যশোর বোর্ডের এগিয়ে থাকার কারণ হিসেবে ঢাবির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, বোর্ডগুলোর আওতাভুক্ত বেশ কিছু 'ভালো' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করে। এসএসসি ও এইচএসসি স্তরে ভালো ফল করা শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় এক ধাপ এগিয়ে থাকেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রত্যাশা নিয়েই পরবর্তী প্রস্তুতি নেন। ভালো ফলাফল, একাডেমিক প্রস্তুতি ও জিপিএ প্রাপ্তির দিক থেকে এগিয়ে থাকার এই ধারাবাহিকতাই এই বোর্ডগুলোর সম্মিলিতভাবে একটি উচ্চ অবস্থান ঢাবিতে তৈরি করেছে।

সিলেট বোর্ডের পিছিয়ে থাকা নিয়ে তিনি বলেন, সিলেটের স্থানীয় শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এইচএসসি শেষ করার পর দেশের ভেতর উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন না করে বিদেশে পাড়ি জমান। তাঁদের লক্ষ্য থাকে লন্ডন, আমেরিকা, ইতালি বা ইউরোপীয় দেশগুলো, যেখানে তাঁরা আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের কাছে পড়াশোনা বা চাকরির জন্য চলে যান। এই প্রবণতা কাজ করায় বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সিলেট অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বোর্ডভিত্তিক বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

কালের কণ্ঠ

চারুকলার শিক্ষার্থীদের সিসামুক্ত নিরাপদ রঙের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

স্বাস্থ্য ও পরিবেশে সিসার ভয়াবহতা মাথায় রেখে সিসামুক্ত নিরাপদ রঙের দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে অনুষদে এক মুক্ত আলোচনাসভায় এই দাবি জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক সিসা বিষক্রিয়া প্রতিরোধ সপ্তাহ ২০২৫-এর অংশ হিসেবে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন-এসডো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের যৌথ উদ্যোগ এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও লিপের (লেড এক্সপোজার এলিমিনেশন প্রজেক্ট) সহযোগিতায় চারুকলা অনুষদের লেকচার থিয়েটারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আর্ট ফর চেঞ্জ : ওপেন ফোরাম অ্যান্ড ডিসকাশন অন লেড সেফ পেইন্টস' শীর্ষক এই সভায় সিসামুক্ত নিরাপদ রং সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষার্থী ও আলোচকরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় ঢাবি চারুকলা অনুষদের ডিন ড. আজহারুল ইসলাম শেখ স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডোর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ। উন্মুক্ত আলোচনা ও বিশেষজ্ঞ মতামত উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এনায়েত হোসেন ও এসডোর সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসডোর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ বলেন, 'ডেকোরেটিভ পেইন্টে সিসার মানদণ্ড নিয়ে আমাদের দেশে প্রচলিত আইন প্রয়োগ করতে হবে। শুধু ব্র্যান্ডভিত্তিক মনিটরিং নয়, ক্ষুদ্র ও লোকাল প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পর্যবেক্ষণে আনতে হবে।'

ড. আজহারুল ইসলাম শেখ বলেন, 'এ ধরনের আয়োজনের জন্য এসডোকে ধন্যবাদ। এটি নতুন একটি সম্পর্কের সূচনা। আমাদের শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচিত এই নিরাপদ সিসামুক্ত রং বিষয়ে আরো সচেতন হবেন।'

ড. এনায়েত হোসেন বলেন, 'সিসা আমাদের শরীরে শুধু সরাসরি রঙের মাধ্যমে প্রবেশ করে, এমন নয়। এটি খাবার, ত্বক ও নিঃশ্বাসের মাধ্যমেও প্রবেশ করতে পারে। যাঁরা নিয়মিত রং নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের সিসাযুক্ত রং নিয়ে ভাবা উচিত। এগুলো আবার পরিবেশেও মিশে যাচ্ছে, যা মাটি ও পানিকেও দূষণ করে।'

ড. আবুল হাশেম বলেন, 'শিল্পীরা নিয়মিত রং নিয়ে কাজ করেন। চিত্রশিল্পীদের মাধ্যমে আমরা আমাদের আয়োজনগুলো রঙিন করি। অথচ এই রঙে এত বিপজ্জনক উপাদান সিসা থাকতে পারে তা নিয়ে আমরা কতটা ভাবি বা সময় দিই।'

এসডোর নির্বাহী পরিচালক সিদ্দীকা সুলতানা বলেন, 'তরুণরা আমাদের চালিকাশক্তি। তরুণদের জন্য আমরা একটি সিসামুক্ত ভবিষ্যৎ চাই। তরুণদের অংশগ্রহণ সিসাবিরোধী এই ক্যাম্পেইনকে আরো জোরালো করবে।'

সভায় বাংলাদেশে রঙে সিসার ব্যবহার প্রবণতা নিয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন এসডোর সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার মালিহা হক।

প্রথম আলো

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) ব্র্যান্ড ফ্রেশ অনন্যা স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ (ডব্লিউজিএস) যৌথভাবে ক্যাম্পাসে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি পালন করে। এতে এমজিআইয়ের পরিচালক তাসনিম মোস্তফা এবং ডব্লিউজিএসের চেয়ারপারসন অধ্যাপক সাবিহা ইয়াসমিন রোজিসহ শিক্ষক ও ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। ছবি : এমজিআই

ঢাবি ক্যাম্পাসে মেঘনা গ্রুপের স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

দেশের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) ব্র্যান্ড ফ্রেশ অনন্যা স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ (ডব্লিউজিএস) যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন বা মাসিক স্বাস্থ্যবিধিসংক্রান্ত সচেতনতা-এগিয়ে নিতে কর্মসূচি পালন করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন অ্যান্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই) এ তথ্য জানিয়েছে।

সেমিনারে ডব্লিউজিএসের চেয়ারপারসন ও সহযোগী অধ্যাপক সাবিহা ইয়াসমিন রোজি এবং অধ্যাপক সানজিদা আখতার বলেন, মেনস্ট্রুয়েশন একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া হলেও এটি নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো অনেক ক্ষেত্রেই নেতিবাচক রয়ে গেছে। সে জন্য তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ রকম একটি বাস্তবধর্মী উদ্যোগ নেওয়ায় জন্য মেঘনা গ্রুপের ব্র্যান্ড ফ্রেশ অনন্যাকে ধন্যবাদ জানান।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, নারীদের জন্য নিরাপদ ও উন্মুক্ত সমাজ গঠনে খোলামেলা আলোচনা হওয়া জরুরি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে বাবা-মেয়ে ও ভাই-বোনদের মধ্যে জড়তা কাটিয়ে আলাপের পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান তিনি।

এমজিআইয়ের পরিচালক তাসনিম মোস্তফা বলেন, নারীস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামাজিক প্রভাব তৈরি করাই ফ্রেশ অনন্যার লক্ষ্য। তবে একটি ব্র্যান্ড একা পরিবর্তন আনতে পারে না। এ জন্য প্রতিষ্ঠান, সিস্টেম ও সংস্কৃতি—সব পক্ষের সম্মিলিত ভূমিকা থাকা জরুরি।

সেমিনারে ড. তাজকিয়াতুল ইসলাম মহুয়া মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন এবং ড. রুবাইয়াত ফেরদৌস মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশ্নোত্তর শেষে নারী শিক্ষার্থীদের উপহার হিসেবে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সামাজিক সচেতনতা ও হাইজিন উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে ফ্রেশ অনন্যা সারা দেশে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।